সমকাল

তারিখ ..24 MAR 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৫...

দরিদ্র মেধাবীরা কীভাবে পড়বে?

শিক্ষা | উমর ফারুক

শিক্ষক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

ভিক্ষে করে সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। সন্তান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আর বাবা সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই ভিক্ষে করেন। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের রেললাইনে সন্তানের হাতে পড়ার খরচ তুলে দেন। বয়স হয়েছে। চোখে ভালো দেখতে পান না। শরীরে রোগ বাসা বেঁধেছে। তবু হাল ছাড়বার নয়। কাঁধে ঝোলা, হাতে ছড়ি আর ভেজা চোখে সন্তানকে বড় করার স্বপ্ন দেখেন। ভাবেন এই তো আর মাত্র ক'টা দিন। খারাপ সময় বড় দীর্ঘ হয়, শেষ হতে চায় না। তাই তার কষ্টও আর ফুরায় না। অন্য এক শিক্ষার্থীর বাবা উপজেলা সদরে নাইটগার্ড। বেতনের দু'হাজার টাকার পুরোটাই সন্তানকে পাঠান। শিক্ষা ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে সন্তান খাদ্যতালিকা থেকে একবেলা মুছে ফেলেছে। সকালের খাবারটা একটু বেলা করে আর দুপুরের খাবারটা একটু সন্ধ্যা করে খেলে রাতের খাবারে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। এভাবেই তার শিক্ষাজীবন প্রায় শেষের দিকে। গ্রীষ্ম আর শীতের ছুটিতে রিকশা চালিয়ে নিজের পড়ালেখার খরচ চালানোর গল্পটা আমরা গণমাধ্যমের সুবাদে বেশ জেনেছি। ছাত্রজীবনে কেউ কেউ টিউশনি করে নিজে চলছে আবার পরিবারকেও টেনে তুলছে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণে নিবন্ধে সেসব সংগ্রামী মানুষের প্রকৃত পরিচয় আড়াল করা হলো। জীবনসংগ্রামে কেউ মুখ থুবড়ে পড়ছে। অর্থের অভাবে অনেকের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হতে চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের শিক্ষাব্যয় সবার জন্য সমান। যে শিক্ষার্থী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ির পেট্রোল পুড়িয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছে এবং যে একবেলা কম খেয়ে পায়ে হেঁটে আসছে দু'জনের শিক্ষা ব্যয় একই। কী হাস্যকর! শিক্ষাব্যয় নির্ধারণে আমাদের কী উদাসীনতা! প্রতিনিয়ত আমাদের শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় এই বৃদ্ধির হার আরও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবাদ চলছে। শিক্ষাব্যয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয়। কিন্তু শিক্ষাব্যয়ে আমরা কোনো বৈষম্য তৈরি করছি না অথবা করার প্রয়োজনবোধ করছি না। ফলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, উচ্চশিক্ষা শুধু তার জন্য যার পর্যাপ্ত অর্থ আছে। আমরা প্রতিনিয়ত শ্রেণীবৈষম্য তৈরি করছি। আমরা ভিআইপি ও সাধারণ মানুষের মাঝে বিশাল দেয়াল তুলে দিচ্ছি। কিন্তু ধনী-গরিবের শিক্ষাব্যয়ে কোনো পার্থক্য রেখা টানতে পারছি না। ফলে গরিব মেধাবীরা সবসময় অদম্য মেধাবী হয়ে উঠতে পারছে না, হারিয়ে যাচ্ছে।

'শিক্ষা অধিকার না পণ্য' এ বিষয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে। শিক্ষা কতটুকু অধিকার আর কতটুকু পণ্য সেই বিতর্কও উঠতে পারে। শিক্ষাব্যয়ের কতটুকু সরকারকে আর কতটুকু ব্যক্তিকে বহন করতে হবে সে বিষয়েও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কিন্তু সামর্থ্য বিবেচনা না করে শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ অবিবেচনাপ্রসূত। ব্যয় বহন করতে গিয়ে কারও শিক্ষাজীবন ব্যাহত করা শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পারে না। আয় ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা না করে, আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা না করে শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হতে পারে না। যদি আমরা শিক্ষিত জাতি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্যের রেখা ভেঙে ফেলতে চাই তাহলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। এ কথা সত্য, যদি উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধক দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে ভাঙতে চাই তাহলে শিক্ষিত জাতি গঠনের কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, সেই বিনিয়োগ যেন কোনো অবস্থাতেই সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টিত না হয়। বরং ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণের মাধ্যমে সেই শিক্ষা বিনিয়োগকে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ধনী-গরিব সবার জন্য যদি একই শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ করা হয় তাহলে গরিব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ কষ্টকর এবং ক্ষেত্রবিশেষ তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কথা সত্য, আমাদের সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাব্যয়কে কমিয়ে এনেছে; ক্ষেত্রবিশেষে সেই শিক্ষাব্যয় শূন্যের কোঠায়ও নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় দরিদ্র মেধাবীরা, শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের বেসরকারি শিক্ষাব্যয় জ্যামিতিক হারে আর সরকারি শিক্ষাব্যয় গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি তর্কের খাতিরে উচ্চশিক্ষাকে পণ্য মনে করি, তবে সেই পণ্যব্যয় মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়ত বাড়তেই পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অবশ্যই পারিবারিক-সামর্থ্য ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক চিত্র বিবেচনা করতে হবে। অবশ্যই ধনী, গরিব ও মেধাবীদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ করতে হবে।

বিদেশের কোনো গল্প নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরের একটি কলেজের শিক্ষাব্যয়ের উদাহরণ টানা যেতে পারে। বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজগুলোতে শিক্ষাব্যয় নির্ধারিত হয় অভিভাবকের আয় দ্বারা। যে অভিভাবকের আয় যত বেশি তার সন্তানের শিক্ষাব্যয় তত বেশি। উল্টো করে বললে, যে অভিভাবকের আয় যত কম তার সন্তানের শিক্ষাব্যয় তত কম। একই মানের শিক্ষা গ্রহণ করতে একজন যদি দোকানিকে যখন নয়শ' টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে, তখন একজন সচ্ছল ব্যক্তির শিক্ষাব্যয় কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু উভয়ই একই মানের শিক্ষা গ্রহণ করছে। একই পরিবেশে থাকছে, খাচ্ছে। সমগ্র দেশ থেকে কিছু মেধাবীকে তুলে এনে তাদের অভিভাবকের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষামূল্য সংগ্রহ করে সমমানের শিক্ষা সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্যাডেট কলেজে শিক্ষার মান নিঃসন্দেহে মানসম্পন্ন। ফলে তার আর্থিক মূল্য কম হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। একবার ভাবুন তো, সবার জন্য যদি সমান শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ করা হতো তাহলে কি একজন গরিব মেধাবী ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুযোগ পেত?

আমাদের নির্লজ্জ রাষ্ট্রযন্ত্র একজন ভিক্ষুকের সন্তানের কাছ থেকে শিক্ষাব্যয়ের নামে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। অবিবেচকের মতো সবার কাছ থেকে সমান শিক্ষাব্যয় নির্ধারণ করছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তার সুফল পেতেও শুরু করেছি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যয় সার্ববহনযোগ্য করতে না পারলে কিংবা গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নির্বিঘ্ন করতে না পারলে শিক্ষা প্রকৃত আলো ছড়াতে ব্যর্থ হবে। শিক্ষার সুফল পরিপূর্ণভাবে পেতে উচ্চশিক্ষা থেকে গরিব মেধাবীদের বঞ্চিত করা যাবে না। উচ্চশিক্ষায় গরিব মেধাবীর জন্য একটি কোটা প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উন্নয়ন বিবেচনায় আঞ্চলিক কোটার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো সবাইকে সমান অর্থ ব্যয় করে ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। শিক্ষাব্যয় নির্ধারণে বৈষম্য আবশ্যক। অভিভাবকের সামর্থ্য বিবেচনায় শিক্ষামূল্য নির্ধারণ আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাব্যয় নির্ধারণে সমাজ শ্রেণী বিবেচনায় বৈষম্যমূলক বিবেচনা করতে হবে। ধনী-গরিব-মেধাবী বিবেচনায় বৈষম্যমূলক ব্যয় নির্ধারণ শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। অভিভাবকের আয় আনুপাতিক শিক্ষাব্যয় সমাজে প্রকৃত শিক্ষার আলো ছড়াতে পারে। তাহলে আর মুখ থুবড়ে পড়বে না মেধাবীরা। শিক্ষাব্যয় নির্ধারণের নামে নির্যাতনের খড়্গ নামবে না গরিব মেধাবীদের ওপর। রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। এবার গরিব মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার দায়িত্বও নিক।

faruque1712@gmail.com